দৈনিক ব

28.6.83

কৃষি কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ

জনমত

'পটুয়াখালী কৃষি কলেজ বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন' শিরোনামে দৈনিক বাংলায় ৩১-৫-৮৩ ইং তারিখে 'অনিকেত' লিখিত উপ-সম্পাদকীয়ের প্রতি কলেজ পরিচালনা কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কমিটি অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে উক্ত উপসম্পাদকীয় বহুলাংশে ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবেদক প্রথমেই স্বীকার করেছেন যে ঘটনাটি তার কাছে বিভিন্ন হাত ঘুরে পৌঁচেছে এবং এক্ষেত্রে উল্লিখিত ত্রুটি স্বাভাবিক বলেই কমিটি মনে করেন। কিন্তু তিনি কি কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারেননি তা বোধগম্য নয়:

১। বাংলাদেশের কোন বেসরকারী কলেজই সমস্যা মুক্ত নয়। পটুয়াখালী কৃষি কলেজেরও সমস্যা আছে সত্য কিন্তু তা অতিক্রম করা যবে না এমন কথা কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেন না।

২। কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারিগণ ৩ (তিন) মাস যাবং পূর্ণ বেতন পাননি সত্য তবে আবর্তক মঞ্জুরী হিসাবে কলেজকে যে অর্থ প্রদান করা হত তা বন্ধ হয়ে গেছে এটা ঠিক কথা নয়। আন্তঃ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিবেচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে এবার আবর্তক মঞ্জুরী পেতে দেরী হচ্ছে বটে তবে কলেজের শিক্ষকগণ চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে এমন নজীর নাই।

৩। তৃতীয় বর্ষে পড়ানোর মত পাঁচজন শিক্ষক নেই প্রসঙ্গে বলতে হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত চাহিদার ভিত্তিতে এই কলেজে প্রতিটি বিভাগে ন্যূন সংখ্যক শিক্ষক বর্তমানে আছেন। ২ (দুই) জন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষকসহ এই কলেজে বর্তমানে সর্বমোট ২৬ (ছাব্বিশ) জন শিক্ষক রয়েছেন যাদের অধিকাংশই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত।

৪। এই কলেজে কোন ছাত্রই কোন বৃত্তি পায় না একথা ঠিক নয়। এই কলেজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রতি বছর কম-বেশী বৃত্তি পাচেছ।

৫। কলেজ পরিচালনা কমিটি বিষয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দের অভিজ্ঞতার অভাব সম্বন্ধে বলতে হয় এই পরিচালনা কমিটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্যদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত। কমিটি তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অযৌক্তিক দাবী করতে চান না সত্য তবে কথিত অভিজ্ঞতার অভাবহেতু কোন অঘটন ঘটেছে বলেও মনে করেন না। আমরা মনে করি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অনুমোদন দানের পূর্বে এ বিষয়টি চিন্তা করে দেখেছেন।

৬। কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে কলেজটি সরকারের গ্রহণ করা উচিত। কলেজ পরিচালনা কমিটি এ কথাই মনে করেন। তাই তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচেছন, অনুরোধ আবেদন করে যাচেছন সরকারের কাছে। অনেক কর্মকর্তা কলেজটি জাতীয়করণের বিরোধী বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা তথ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সাম্প্রতিককালে নানা কারণে কলেজটি জাতীয়করণের দাবী জোরদার করা হয়েছে এবং এই দাবী উত্থাপন হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে এবং তাতে সমর্থন দিয়েছেন পটুয়াখালী-বরিশালসহ দেশের বহু সুধীজন। পটুয়াখালী কৃষি কলেজ জাতীয়করণ হলে এটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে, এমন কল্পনা কেউ করেন না। গত ৫ই মে কলেজে কোন ঘটনা ঘটে নাই, তবে ঘটেছে ৩রা মে। ঐদিন কলেজের কিছু উচছৃংখল ছাত্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ মোঃ সদরুল আমিনের কাছে "এখানে কলেজ চলতে পারে না এবং অন্যান্য কিছু অযৌক্তিক বক্তব্য সংবলিত কাগজে স্বাক্ষর দাবী করে এবং সে স্বাক্ষর দিতে বাধ্যও করে। এক্ষেত্রে যদি স্থানীয় জনসাধারণ দোষারোপ করা যায়না। শান্তি ভঙ্গের কোন ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য জেলা প্রশাসন মহকুমা প্রশাসককে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি সে দায়িত্ব পালনও করেছিলেন। কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই স্থানীয় জনসাধারণকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং ছাত্রদের থেকে অন্যায় দাবী সংবলিত কাগজটি উদ্ধার করেছিলেন।

৭। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত অথচ কৃষি কলেজে তাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। যেমন: সমাজতত্ত্ব, অংক, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এন্ড এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পরিসংখ্যান বিষয়গুলি সম্মান শ্রেণীর জন্য পাঠ্য। উক্ত বিষয় পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী গ্রহণ করেন। তদুপরি কৃষি কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানের অভিজ্ঞতা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলে থাকে না তা ঠিক নয়। প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাজে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিয়োজিত আছেন।

উপসংহারে প্রতিবেদক কৃষি কলেজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, প্রতিটি জেলা শহরে কৃষি কলেজ স্থাপনের কথাও বলেছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কলেজের ক্ষতি হোক এমন কোন বিষয়ে বিতর্কে না নামার ইচছা কলেজ কর্তৃপক্ষেরই বেশি থাকার কথা এবং সেটাই তারা আশা করেন।

পরিশেষে পরিচালনা কমিটি বলতে চান যে জাতীয়করণের প্রশ্নে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মহোদয় কর্তৃক বিগত ২৯-৩-৮৩ ইং তারিখে যশোরে প্রদত্ত আশ্বাস মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কমিটি আশা করছেন খুব শীঘ্রই জাতীয়করণের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সকলের সহানুভূতি কামনা করেন।

—আবদুল আওয়াল বিশ্বাস,
লেকচারার এবং পাবলিক রিলেশন্স অফিসার,
পটুয়াখালী কৃষি কলেজ।

অনিকেতের বক্তব্য

শিক্ষকের বেতন, ছাত্রসংখ্যা, কলেজ পরিচালনা, এমনকি ছাত্র বৃত্তির প্রশ্নে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে আমি কলেজ কর্তৃপক্ষকে ১২ই মে যশোরের দৈনিক স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২রা জুন ঢাকার দৈনিক বাংলার বাণীতে প্রকাশিত ঐ কলেজের একজন ছাত্রের চিঠি ও ৩০শে মে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহ) ভাইস চ্যান্সেলরকে উদ্দেশ করে পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ছাত্রদের প্রদত্ত স্মারকলিপিটি দেখতে বলব। ওখানে আমার প্রতিবেদনের যৌক্তিকতা মিলবে। তথ্য বিকৃতি আমি করিনি।

তবে ৩রা মে'র ঘটনা সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য আমাকে মর্মাহত করেছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম ৩রা মে কি ঘটেছিল। কেন ৪ঠা মে লেবুখালী ফাঁড়ি থেকে পুলিশ যেতে হয়েছিল। এর জবাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ যা বলেছেন তার মর্মার্থ হচেছ—কৃষি কলেজের ছাত্ররা অযৌক্তিক কাজ করেছিল—এ জন্য যদি স্থানীয় জনসাধারণ যারা ৪০ একর জমি দিয়েছেন ....তারা যদি আশপাশে জমায়েত হন সেজন্য তাদের দোষারোপ করা যায় না ....

এ বক্তব্য দুঃখজনক নয় কি। এর পরই প্রশ্ন জাগবে আশপাশে জমায়েত হওয়ার অর্থ কি? এরা কি কলেজে ছাত্রদের সেরাতে ঘেরাও করেছিল? এরা কি নিরস্ত্র ছিল? কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এজন্য জেলা প্রশাসন মহকুমা প্রশাসককে পাঠিয়েছিলেন। শান্তিভংগ হয়নি। কিন্তু সময় মত না এলে শান্তিভংগ হত নিশ্চয়ই। যদি কিছু ঘটে যেত তাহলে? আমার দুঃখ যে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কর্তৃপক্ষ এতে দোষ দেখেননি। এরপর যদি অভিভাবকেরা প্রশ্ন তোলেন যে এ ধরনের কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় কোন প্রতিষ্ঠান নিরাপদ নয়, তাহলে অন্যায় হবে কি?

28.6.83
5-7